প্রস্তাবনা, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং নাগরিকত্ব

1947 সালের আগে, ভারত দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল - 11 টি প্রদেশ যা ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত ছিল এবং ব্রিটিশদের কমান্ডের অধীনে ভারতীয় রাজপুত্রদের দ্বারা শাসিত রাজকীয় রাজ্যগুলি। এই দুটি ইউনিটকে একত্রিত করে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া গঠন করা হয়। প্রস্তাবনাটি সংবিধান পরিষদ দ্বারা লিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। এই নিবন্ধে, আমরা প্রস্তাবনা, ভারতের ইউনিয়ন, এবং ভারতের নাগরিকত্ব সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ শেয়ার করতে যাচ্ছি।

প্রস্তাবনা

1. 'প্রস্তাবনা' শব্দটি সংবিধানের প্রবর্তন বা মুখবন্ধকে বোঝায়। এটা সংবিধানের এক ধরনের সারসংক্ষেপ বা সারমর্ম।
2. আমেরিকান সংবিধান হল প্রথম, যারা একটি প্রস্তাবনা শুরু করেছিল।
3. এন এ পালকিওয়ালা এই প্রস্তাবনাকে 'সংবিধানের পরিচয়পত্র' বলে অভিহিত করেছেন।
4. সংবিধান সভায় নেহেরু যে 'উদ্দেশ্য প্রস্তাব' উত্থাপন করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করে এই প্রস্তাবনাটি কিছুটা হলেও তৈরি করা হয়েছে।
5. প্রস্তাবনাটি এখন পর্যন্ত মাত্র একবার সংশোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ 1976 সালের 42 তম সংশোধনী আইন দ্বারা। এই সংশোধনীতে তিনটি শব্দ যোগ করা হয়েছিল - সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, অখণ্ডতা।
6. সংবিধানের কর্তৃত্বের উৎস: প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে সংবিধান ভারতের জনগণের কাছ থেকে তার কর্তৃত্ব অর্জন করে।

7. ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি: এটি ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে ঘোষণা করে।
8. সংবিধানের উদ্দেশ্য: ভারতের নাগরিকদের ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রদান করা।
9. সংবিধান গ্রহণের তারিখ: 26 নভেম্বর 1949।
10. বেরুবাড়ি ইউনিয়ন মামলায় (1960) - সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ নয়।
11. কেশবানন্দ ভারতী মামলায় (1973) - সুপ্রিম কোর্ট পূর্বের মতামত প্রত্যাখ্যান করে এবং রায় দেয় যে প্রস্তাবনা সংবিধানের একটি অংশ।
12. প্রস্তাবনা আইনসভার ক্ষমতার উৎস নয় এবং আইনসভার ক্ষমতার উপর নিষেধাজ্ঞাও নয়। প্রস্তাবনার বিধানগুলি আদালতে প্রয়োগযোগ্য নয়, অর্থাৎ, এটি অ-ন্যায়সঙ্গত।

ভারতের ইউনিয়ন ও তার ভূখণ্ড

1. সংবিধানের প্রথম অংশ-এর অধীনে আর্টিকেল 1 থেকে 4-এ ভারতের ইউনিয়ন ও তার ভূখণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
2. **আর্টিকেল 1 বলেছে ইন্ডিয়া, অর্থাৎ ভারত একটি 'রাজ্য সমূহের সংঘ হবে'।**
3. আর্টিকেল 2 তে সংসদ যেরকম উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ শর্ত বা বিধি দ্বারা নতুন রাজ্য সংঘভুক্ত বা স্থাপনা করতে পারবে।

byjusexamprep.com

4. আর্টিকেল 3 ভারতীয় ইউনিয়নের বিদ্যমান রাজ্যগুলির গঠন বা পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। অন্য কথায়, আর্টিকেল 3 ভারতীয় ইউনিয়নের সাংবিধানিক রাজ্যগুলির অঞ্চলগুলির অভ্যন্তরীণ পুনরায় সমন্বয়ের সাথে সম্পর্কিত।
5. ভারতীয় ইউনিয়নে রাজ্যগুলির পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কমিটি - ধর কমিশন, জেভিপি কমিটি, ফজল আলি কমিশন এবং রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (প্রথমটি ছিল 1956 সালে)।
6. 1956 সালের পর যে নতুন রাজ্যগুলো তৈরি করা হয়- মহারাষ্ট্র ও গুজরাট 1960 সালে, গোয়া, দমন ও দিউ ভারত পর্তুগিজদের কাছ থেকে 1961 সালে পুলিশি অভিযানের মাধ্যমে এই তিনটি অঞ্চল অধিগ্রহণ করে। এরা 1962 সালের 12তম সংবিধান সংশোধনী আইন দ্বারা একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে গঠিত হয়েছিল। পরে, 1987 সালে গোয়াকে একটি রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়, নাগাল্যান্ড 1963 সালে, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় ও হিমাচল প্রদেশ 1966 সালে, মণিপুর, ত্রিপুরা ও মেঘালয় 1972 সালে, সিকিম 1974-75 সালে, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ ও গোয়া 1987 সালে, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড ও ঝাড়খন্ড 2000 সালে এবং এখন সবচেয়ে সম্প্রতি 2জুন, 2014 সালে তেলেঙ্গানা।

নাগরিকত্ব

1. **অংশ দ্বিতীয়, আর্টিকেল 5-11 নিয়ে গঠিত।**

2. সংবিধান ভারতের নাগরিকদের নিম্নলিখিত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে (বিদেশীদের জন্য নয়):

byjusexamprep.com

- আর্টিকেল 15, 16, 19, 29 ও 30 এর অধীনে প্রদত্ত অধিকার।
- লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ভোটাধিকার।
- সংসদ এবং রাজ্য আইনসভার সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার।

3. আর্টিকেল 5-8 শুধুমাত্র সংবিধানের শুরুতে ভারতের নাগরিক হয়ে ওঠা ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়াও, এই আর্টিকেলগুলি মাইগ্রেশন সমস্যাগুলি বিবেচনা করে।
4. কোন ব্যক্তি ভারতের নাগরিক হতে চান না অথবা স্বেচ্ছায় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করিলে তাঁহাকে ভারতের নাগরিক বলে গণ্য করা হইবে না (আর্টিকেল 9)।
5. প্রত্যেক ব্যাক্তি যিনি এই ভাগে পূর্ববর্তী বিধানগুলির কোন বিধান অনুযায়ী ভারতের নাগরিক হন বা নাগরিক বলিয়া গন্য হন, তিনি, সংসদ যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন তাহার বিধানবলীর অধীনে, ওইরূপ নাগরিক থাকিয়া যাইবেন।
6. নাগরিকত্ব অর্জন ও অবসান এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্ত বিষয় (আর্টিকেল 11) সম্পর্কিত যে কোনও বিধান করার ক্ষমতা সংসদের থাকবে।
7. তাই, সংসদ নাগরিকত্ব আইন, 1955 প্রণয়ন করেছিল, যা 1986, 1992, 2003, এবং 2005 সালে এবং সম্প্রতি 2015 সালে সংশোধন করা হয়েছে। যদিও 2016 সালের সংশোধনী বিলটি এখনও মুলতুবি রয়েছে।
8. নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব অর্জনের পাঁচটি পদ্ধতি হল

   (A) জন্মসূত্রে

   (B) বংশদ্বারা

   (C) নিবন্ধনের মাধ্যমে

byjusexamprep.com

(D) প্রাকৃতিককরণ দ্বারা

(E) ভারতীয় ইউনিয়নে অন্য কোন অঞ্চল অধিগ্রহণের মাধ্যমে।

9. নাগরিকত্ব হারায় - সমাপ্তি, পরিত্যাগ এবং পদ্যচুতি দ্বারা।

10. ভারত একক নাগরিকত্ব প্রদান করে।

11. **PIO-** 19-08-2002 তারিখের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রকল্পের অধীনে PIO কার্ডধারী হিসাবে নিবন্ধিত একজন ব্যক্তি।

12. **OCI-** নাগরিকত্ব আইন, 1955 এর অধীনে একজন বিদেশী নাগরিক (OCI) হিসাবে নিবন্ধিত একজন ব্যক্তি। OCI স্কিমটি 02-12-2005 সাল থেকে চালু রয়েছে।

13. এখন উভয় স্কিম 9 ই জানুয়ারী 2015 থেকে কার্যকর ভাবে একীভূত করা হয়েছে।

byjusexamprep.com